Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ
সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ৫০ নয়া পয়সা। ২, দুই টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২, টাকা ২৫ নয়া পয়সা

নগদ মূল্য ছয় নয়া পয়সা

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৪৫শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—১৭ই ভাদ্র বুধবার ১৩৬৫ ইংরাজী 3rd Sept. 1958 { ১৬শ সংখ্যা

১২ই ভাদ্র ১৮৮০ শকাব্দ

সকল ঘরের তরে...

দীপ্তি লণ্ঠন

ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

মনোমত

সুন্দর, সস্তা আর মজবুত

জিনিষ যদি চান তা হ'লে

আরতির

"রাণী রাসমণি"

শাড়ী ও ধুতি কিনুন।

কাপড়কে সব দিক থেকে আপনাদের পছন্দমত করার সকল যত্ন সত্ত্বেও যদি কোন ত্রুটি থাকে, তাহ'লে দয়া ক'রে জানাবেন, বাধিত হ'ব এবং ত্রুটি সংশোধন করবো।

আরতি কটন মিলস্ লিঃ

দাশনগর, হাওড়া।

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

দূরের মানুষ কাছে হয়

ফটো যদি সঙ্গে রয়

রঘুনাথগঞ্জ থানার উত্তরে শ্রীঅরুণ ব্যানার্জ্জীর ষ্টুডিওতে অনুসন্ধান করুন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৭ই ভাদ্র বুধবার সন ১৩৬৫ সাল।

কর্ণবধে অর্জ্জুনের জয়োল্লাস

—০—

কর্ণ যখন অর্জ্জুন কর্ত্তৃক কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে নিহত হন, তখন কৃষ্ণ অর্জ্জুনের ভাব দেখিয়া তাঁহার যে আত্মশ্লাঘা জন্মিয়াছে বুঝিতে পারিয়া বলেন—সখে কর্ণকে বধ করিতে ছয়জনের প্রয়োজন হইয়াছে। অর্জ্জুন কৃষ্ণের মুখের দিকে তাকাতেই তিনি নিম্নের শ্লোকটি আবৃত্তি করিলেন—

ত্বয়া ময়াচ কুন্ত্যাচ
ধরণ্যা বাসবেন তু।
জামদগ্নেয় রামেন
ষট্‌ভিঃ কর্ণো নিপাতিতঃ।

অর্থ— তোমার দ্বারা, আমার দ্বারা, কুন্তীর দ্বারা, পৃথিবী দ্বারা, ইন্দ্র দ্বারা, পরশুরাম দ্বারা—এই ছয়জনের দ্বারা কর্ণ নিপাতিত হয়েছে।

(১) তুমি যুদ্ধ করেছ (২) আমি তোমার সারথি ছিলাম (৩) কুন্তী যুদ্ধের পূর্ব্বে আত্মপরিচয় দিয়া তুমি যে কর্ণের সহোদর এই মমতা জন্মিয়ে দেন। (৪) ধরণী কর্ণের রথচক্র গ্রাস করেন। কর্ণ অজ্ঞাতসারে অস্ত্রক্রীড়াকালে এক ব্রাহ্মণের হোমধেনু বধ করেন। সেই ব্রাহ্মণ তাঁহাকে অভিশাপ দেন মৃত্যুকালে ধরণী তোমার রথচক্র গ্রাস করিবে। (৫) বাসব অর্থাৎ ইন্দ্র কর্ণের সহজাত কবচ কুণ্ডল লইয়া তাঁহার মৃত্যুর কারণ হন। (৬) কর্ণ যে ক্ষত্রিয় তাহা গোপন করিয়া পরশুরামের নিকট ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিয়া ব্রহ্মাস্ত্র বিদ্যা শিক্ষা করেন। পরশুরাম তাঁহাকে অভিসম্পাত দেন—তুমি যুদ্ধকালে অস্ত্র বিস্মৃত হইবে। সুতরাং সখে, তুমি একা কর্ণ বধ কর নাই। ছয়জনে তাঁহাকে বধ করিয়াছে।

ভবানীপুর কেন্দ্রে ভোট যুদ্ধে

কংগ্রেস প্রার্থীকে দশ হাজারের অধিক ভোটে পরাজয় করা একা শ্রীমান্ সিদ্ধার্থের কৃতিত্বে হয় নাই। (১) শ্রীমান্ সিদ্ধার্থশঙ্কর আইন মন্ত্রী হইয়া বে-আইনী দুর্নীতি সহ্য না করিয়া পদত্যাগ করিয়া ভোটযুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। (২) পশ্চিমবঙ্গের হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা যিনি সমস্ত প্রদেশটাকেই বিহারের পদতলে অর্পণ করিবার ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন, যাঁহার এই কার্য্যের ফলে কংগ্রেস প্রার্থী এম্, পি, নির্ব্বাচন ক্ষেত্রে কলিকাতার বড়বাজার প্রভৃতি দীর্ঘ পরিমিত অঞ্চলে বহুগুণ যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও কংগ্রেস প্রার্থী পরাজিত হইয়াছিলেন বহু সহস্র ভোটের ব্যবধানে। যদিও বিধাতা বেতার যোগে তাঁহার পরাজয় স্বীকার করিয়া সারা দুনিয়াকে জানাইয়া দিয়াছিলেন। তবুও তিনি মার্জ্জার (বিলাই) করিতে না পারিলে পদত্যাগ করা প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিতে পারেন নাই। দেশের লোক এখনও সেদিন ভোলে নাই অযথা অকারণে দেশের টাকা ধূলোর মত নানা অছিলায় ব্যয় করিয়াছেন। (৩) খাদ্য মন্ত্রীর কাজ সারা পশ্চিমবাংলা যে চক্ষে দেখে তা বলা নিষ্প্রয়োজন। তবুও কেন্দ্রের খাদ্যমন্ত্রী মরহুম কিদোয়াই সাহেব তাঁর কথা গ্রাহ্য না করিয়া কণ্ট্রোলরূপ কণ্টক উৎপাটন করিয়া দেশের লোকের চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন। কেন্দ্রের বর্ত্তমান খাদ্যমন্ত্রী অজিতপ্রসাদকে রক্ষার জন্য প্রধান মন্ত্রী মহাশয় নিজের ঘাড়ে দোষ নিয়ে মহাত্মার মত "হিমালয়ান ব্লাণ্ডার" দেখাইয়া দিয়া ধন্যবাদার্হ হইলেন। কিন্তু তাতে লোকের অনাহার ক্লেশ ঘুচিল কি ?

নির্ব্বাচনে সারা ভারতের ভোটে সুভাষচন্দ্র হারাইয়াছিলেন মহাত্মার পেয়ারা প্রার্থী সীতারামিয়াকে। মহাত্মাজী নিজেই পরাজয় স্বীকার করিয়া বলিয়াছিলেন—"দিস্ ইজ্ মাই ডিফিট্"। ভোটে জিতে কিছু লাভ হয় না। যেমন ফুটবল খেলায় 'গোল' বলিয়া চীৎকার ছাড়া আর কি লাভ! বাঙালী সারা ভারতের ভোটে জিতিয়াছে। সুভাষচন্দ্রের ত্যক্ত পদে আসীন ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ আজ ভারতের রাষ্ট্রপতি। মহাত্মাজীর বাঞ্ছিত আশা প্রত্যেক রাজপুরুষ পাঁচশত টাকার বেশী যেন না লন। সে আশা পূর্ণ করেছেন—পশ্চিমবাংলার প্রাক্তন রাজ্যপাল স্বর্গত ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়। যাঁহারা বাপুজী! বাপুজী!! বলে সমাধিস্থলে লোক দেখিয়ে ভক্তি প্রদর্শন করেন তাঁহাদের এ ত্যাগ করা সম্ভব হয় নাই।

আমরা শ্রীমান্ সিদ্ধার্থশঙ্করকে বলি—যাতে দেশের লোক মোটা ভাত মোটা কাপড়ের জন্য নাজেহাল না হয় তার উপায় করার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। বিদ্রোহী কবি নজরুলের মত বলিতে হইবে—

কখন হইব ক্ষান্ত ?

যবে

উৎপীড়িতের করুণ ক্রন্দন
আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ রণভূমে
আর রণিবে না,
সেদিন হইব ক্ষান্ত।

শিক্ষা-প্রদর্শনী

আগামী শুক্রবার ও শনিবার (৫ই ও ৬ই সেপ্টেম্বর'৫৮) বেলা দুই ঘটিকা হইতে ৬ ঘটিকা পর্য্যন্ত রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের উদ্যোগে উক্ত বিদ্যালয়ে দুইদিনের জন্য একটি শিক্ষা প্রদর্শনীর আয়োজন করা হইয়াছে। প্রদর্শনীর দ্বারোদ্‌ঘাটন করিবেন মহকুমা শাসক মাননীয় শ্রীসুধীন্দু চৌধুরী মহাশয়। সর্ব্বসাধারণকে উপস্থিত হইবার জন্য উদ্যোক্তাগণ সবিনয় অনুরোধ জানাইতেছেন।

জমি বিক্রয়

থানা সুতীর অন্তর্গত রাতুরী মৌজায় (ডাঁই গ্রামে) আনুমানিক ২৫৷৷০ সাড়ে পঁচিশ বিঘা উৎকৃষ্ট ধানী জমি বিক্রয় হইবে। গ্রাহকগণ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন। ১৩৬৫, ১৩ই ভাদ্র

শ্রীজগন্নাথ ত্রিবেদী, জেমো নূতনবাটী
পোঃ কান্দি, জেলা মুর্শিদাবাদ।

তিরানব্বই বৎসর বয়স্কা

আদর্শ পল্লী-মহিলার পরলোক

—•—

বর্দ্ধমান জেলার মেমারী থানার এলাকার উচ্চিয়া গ্রামের স্বর্গত রাধিকাপ্রসাদ চৌধুরীর সহধর্ম্মিণী **দীনতারিণী** গত ১০ই ভাদ্র রাত্রি প্রায় দুই ঘটিকার সময় নশ্বর দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিরানব্বই বৎসর বাঁচিয়াছিলেন বলিয়া আমরা তাঁহার পরলোক গমন সংবাদ প্রকাশ করিতেছি না। পল্লী-দুহিতা, পল্লী-বধূ, পল্লী-মাতা এবং পল্লীকর্ত্রীর অনুকরণীয় চরিত্রবতী ছিলেন এই দীনতারিণী-মা। তাঁহার পিতৃপ্রদত্ত দীনতারিণী নামের সার্থকতা প্রমাণ করিয়াছেন ইনি। ইঁহার পিত্রালয় পুটশুরীর চৌধুরী মহাশয়দের বাড়ী। উচ্চিয়ার চৌধুরী মহাশয়রাও বেশ সঙ্গতিসম্পন্ন গৃহস্থ ছিলেন।

ইঁহাদের প্রাচীন সম্পদ লুকাইলেও লুকান যায় না। বাড়ীতে দ্বাদশ শিবের মন্দির তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। রাধিকাপ্রসাদের পিতৃদেবও দীর্ঘায়ু লাভ করিয়াছিলেন। তিনি জ্যেষ্ঠ পৌত্র বিভূতিভূষণের বিবাহ দিয়া পৌত্রবধূর মুখ নিরীক্ষণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। রাধিকা-প্রসাদ পিতা বর্ত্তমানে পুত্রের সাবালকত্ব দেখিয়া গিয়াছেন। বিভূতিভূষণ কলেজের দরজায় মা সরস্বতীকে শেষ প্রণাম দিয়া অন্ন সংস্থানের জন্য মা-কমলার দ্বারস্থ হইয়া ৩০০৲ মূলধন ধার করিয়া কলিকাতা হ্যারিসন রোডে গঙ্গার ধারের দিকে একখানি ক্ষুদ্র খাবারের দোকান খুলিলেন। ৩০০৲ টাকা মূলধন ছাড়াও তাঁহার এক 'পলিসি' ছিল। সেটি "অনেষ্টি ইজ দি বেষ্ট পলিসি"। যতই কষ্টকর হউক তিনি এই পলিসির দেয় প্রিমিয়ম প্রাণপণে পরিশোধ করিয়া গিয়াছেন। কিছুদিন পর কিঞ্চিৎ সংগ্রহ করিয়া বাসাভাড়া থেকে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য একটি ক্ষুদ্র মাথা লুকাবার স্থান করিবার সঙ্কল্প করিলেন। এই সঙ্কল্প পিতৃদেব ও মাতৃদেবীর গোচরে আনায়, তাঁহারা পুত্র বিভূতিকে বলিলেন—পূর্ব্ব পুরুষের স্থাপিত দ্বাদশ মহাদেব দ্বাদশ মন্দিরে রৌদ্রে পুড়িতেছেন ও বৃষ্টিতে ভিজিতেছেন। এঁদের মন্দির সংস্কার না করিয়া নিজের গৃহ নির্ম্মাণ অপরাধ বলিয়া মনে হয়। বিভূতিভূষণ জনক-জননীর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া মন্দিরগুলি যথাসাধ্য সংস্কার করাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে কালীমাতার মণ্ডপও নির্ম্মাণ করাইলেন।

প্রায় কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে পিতা রাধিকাপ্রসাদ তাঁহার উচ্চিয়া বাসভবনে দেহত্যাগ করিলে, বিভূতিভূষণ তাঁহার শবদেহ কলিকাতার নিমতলা শ্মশানে আনিয়া সৎকার করিয়াছিলেন। বিভূতি-ভূষণের কনিষ্ঠ সহোদর ভৈরবচন্দ্র তখন পঠদ্দশায়। মাতৃদেবী সংসার চালাইবার সমস্ত ভার নিজ স্কন্ধে লইলেন। বিধবা হইলেই পাড়াগাঁয়ে শেষ পরকাল তীর্থ যাত্রা করিয়া পাণ্ডা সাঁতুয়াদের হুজুগে উপার্জ্জিত অর্থ রেল কোম্পানীকে এবং প্রবঞ্চকের হস্তে ফেলিয়া দিয়া অভাব সৃষ্টি করা আর নগদ না থাকিলে তীর্থস্থানে পাণ্ডার কাছে ঋণ করিয়া বৎসর বৎসর তাগাদা সহ্য করা।

বিভূতিভূষণ মাকে জিজ্ঞাসা করলেন মা সব তীর্থে যাবার ইচ্ছা যদি থাকে বল ভৈরবকে সঙ্গে দিয়ে তোমাকে পাঠিয়ে দিই। মা সস্নেহে উত্তর দিলেন—বাবা গাঁয়ের বাগদীপাড়ার দুঃখী দুঃখিনীরা মা! আজ খাইনি বলে যখন দুয়োরে আসে তখন তাদের মুখে দুটো কিছু না দিয়ে বিদেশী ব্যবসাদার ধর্ম্ম ব্যবসায়ীদের গহ্বরে টাকা ঢেলে স্বর্গের সিঁড়ি বাঁধতে চাই না বাবা। তোমার রক্ত জল করা পয়সা মা হ'য়ে অসৎ কাজে ব্যয় করতে কষ্ট হয় বাবা। রেলের ভাড়া যা খরচ হয় তাতে গ্রামের দীন দুঃখীদের মুখে দুটো অন্ন দিলে কাজ হয় বাবা। তখন কি মনে হয়—মায়ের নাম তাঁর বাবা দীনতারিণী রেখেছিলেন, মা সেই নামের মর্য্যাদা কেমন রেখেছেন!

বিভূতিভূষণ মায়ের শবদেহ উচ্চিয়া হইতে মোটরে তাঁহার বাটীতে লইয়া স্ত্রী, পুত্র, কন্যা পুত্রবধূকে লইয়া মায়ের শবদেহের পদধূলি লইয়া যেখানে পিতৃদেবের সৎকার করিয়াছিলেন, মাতৃ-দেবীরও সেইস্থানে ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সমাপন করিলেন। এ মায়ের শান্তির জন্য খবরের কাগজ-ওয়ালাকে ভগবানের নিকট সুপারিশ করা সাজে না। এমন মা ক'জন আছে।

সরকারী বিজ্ঞপ্তি

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের পক্ষে মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরের মহকুমা খাদ্য ও সরবরাহ নিয়ামক খাদ্যশস্যের চলাচলের উদ্দেশ্যে হ্যাণ্ডলিং ও পরিবহন এজেণ্ট নিয়োগের জন্য টেণ্ডার আহ্বান করিতেছেন। হ্যাণ্ডলিং কাজ বলিতে নিম্নোক্ত কার্যাবলী বুঝাইবে :—

বোঝাইয়ের স্থানে ১০০ শতাংশ ওজন গ্রহণপূর্ব্বক গুদাম হইতে এজেণ্টকে এজেণ্টদের মাল ডেলিভারী প্রদান ও এজেণ্টদের প্রদত্ত গাড়ীতে উহা বোঝাই অথবা ১০০ শতাংশ ওজন গ্রহণপূর্ব্বক গাদা-ভাঙ্গিয়া এজেণ্টের প্রদত্ত গাড়ীতে উহা বোঝাই এবং উপযুক্ত কর্ত্তৃপক্ষের নির্দ্দেশানুযায়ী গাড়ী হইতে মাল খালাস এবং ১০০ শতাংশ ওজন গ্রহণ-পূর্ব্বক উহা গুদামে গাদাবন্দী করা। কেবল প্রয়োজনের সময়ে এবং প্রয়োজনানুসারে বোঝাই এবং অথবা খালাসের স্থানে হ্যাণ্ডলিংয়ের কাজ করিতে হইবে। কার্যকালে প্রয়োজনানুযায়ী এবং প্রয়োজনের সময়ে পুনরায় বস্তাবন্দীকরণ, সেলাই ইত্যাদি করিতে হইবে। খারাপ আবহাওয়া অথবা সরকারী মালের ক্ষতির অন্যান্য কারণের বিরুদ্ধে যথাযথভাবে মালপত্র রক্ষার ব্যবস্থাসহ এজেণ্টগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত গাড়ীর দ্বারা বোঝাইয়ের স্থান হইতে খালাসের স্থান পর্য্যন্ত মাল বহনই পরিবহনের কাজ হিসাবে গণ্য হইবে। প্রতি টেণ্ডারের সহিত হ্যাণ্ডলিং ও পরিবহন এজেণ্ট হিসাবে নিয়োগের জন্য বায়নার টাকা হিসাবে আর, ডি. ফর্ম্মে ২০০ টাকা জমার উল্লেখসহ একটি ট্রেজারী চালান থাকা চাই। প্রতি টেণ্ডারের সহিত টেণ্ডার প্রদানকারীর অনুকূলে প্রদত্ত একটি সর্ব্বাধুনিক আয়কর পরিশোধের ছাড়-পত্রও থাকা প্রয়োজন। কোন টেণ্ডার গ্রহণ বাধ্যতামূলক নহে। দরসমূহ গ্রহণের পরে নির্ব্বাচিত টেণ্ডার প্রদানকারীদের একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে হইবে এবং নিম্নোক্ত নির্দ্দিষ্ট দরে একটি নগদ জামানত রাখিতে হইবে :—

(১)লরী ও লরী তথা—নৌকাযোগে আমদানী—৩০০০ টাকা, (২) হ্যাণ্ডলিং—১০০০ টাকা। রুটের উল্লেখসহ টেণ্ডারের পূর্ণ বিবরণ ও চুক্তির একটি আদর্শ ফর্ম্মে উপরোক্ত আধিকারিকের কার্য্যালয়ে কাজের দিনে কাজের সময়ে দেখা যাইবে। 'হ্যাণ্ডলিং ও পরিবহন এজেণ্টের জন্য টেণ্ডার" শিরোনামাঙ্কিত শীলকরা খামে টেণ্ডারসমূহ ১৫-৯-৫৮ তারিখে বেলা ১২টা পর্য্যন্ত গ্রহণ করা হইবে এবং মুর্শিদাবাদের জেলা শাসকের উপস্থিতিতে ১৬-৯-৫৮ তারিখে বেলা ৩ টার সময়ে ঐগুলি খোলা হইবে।

শোক সংবাদ

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি—৮ই ভাদ্র সোমবার জঙ্গিপুর ফৌজদারী আদালতের পেন্সনপ্রাপ্ত সেরেস্তাদার আলেফ হোসেন সাহেব ৮৫ বৎসর বয়সে রোগ নাই হঠাৎ ঘরের চৌকাঠে আঘাত লাগিয়া পড়িয়া গিয়া অজ্ঞান হইয়া যান। অল্পক্ষণ পরেই তাঁহাকে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে হয়।

আলেফ হোসেন সাহেব রঘুনাথগঞ্জের দক্ষিণ পার্শ্ববর্ত্তী সুজাপুর গ্রামের অধিবাসী। তাঁহার মত ন্যায়-নিষ্ঠ ধর্ম্মভীরু সরকারী কর্ম্মচারী খুব কম দেখা যায়। তিনি ১৯০১ অব্দে যখন স্বনামধন্য বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয় জঙ্গিপুর মহকুমার শাসক ছিলেন, তখন সামান্য ১০৲ মাসিক সাহায্য পাইয়া জঙ্গিপুর ফৌজদারী অফিসে এপ্রেন্টিস্ বাহাল হন। মহকুমা হাকিম বিশ্বেশ্বর বাবুর সততা ও ন্যায়নিষ্ঠা দেশময় পরিব্যাপ্ত ছিল। আলেফ হোসেন সাহেব তাঁরই অধীনে শিক্ষানবীশ থাকিয়া যেন তাঁর এই সৎগুণ-গুলির অনুকরণ করিয়াছিলেন।

ফৌজদারী অফিসে কাজ করিয়া সামান্য অভিজ্ঞতা লাভ করার পর তিনি মনিগ্রাম খাস মহালে তহশীলদার হইয়া উক্ত সরকারী জমিদারীর সর্ব্বে সর্ব্বা হইয়াছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। খাজনা আদায়ের নিকাশী পার্ব্বণী তাঁহার পক্ষে হারাম বলিয়া মনে হইত। সে সময়ের মুর্শিদাবাদ জেলার কালেক্টার সাহেব অনেকগুলি খাসের জমি বন্দোবস্ত করিতে মনিগ্রাম কাছারীতে আগমন করেন। সেই সময়ে প্রজাদের কাছে তহশীলদার সাহেবের গুণের কথা শুনিয়া এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন, যে তিনি আলেফ হোসেন সাহেবকে বলেন—তুমি তোমার স্ত্রী-এর নামে কিছু জমি এই সময়ে খাজনায় বন্দোবস্ত করিয়া লও। বেতন হইতে সামান্য সামান্য করিয়া প্রতি মাসে কাটিয়া লইয়া শোধ করার ব্যবস্থা তিনি করিয়া দিবেন। আলেফ হোসেন তাহাতে সাহেবকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন আমি জমি লইব না। এই জমি আমার চাকরী জীবনের কলঙ্ক হইয়া থাকিবে। এ যেন রমজানের রোজা করিয়া ডুবিয়া জল খাওয়া হইবে। নিলাম ডাকে সরকারের বেশী টাকা আদায় হইবে। সাহেব তাঁহার তহশীলদারের এই ন্যায়নিষ্ঠা দেখিয়া জঙ্গিপুর মহকুমার শাসককে বলেন—তুমি খুব ভাগ্যবান যে তোমার অধীনে এমন নির্লোভী কর্ম্মচারী পাইয়াছ।

এই কালে আলেফ হোসেন সাহেবের ন্যায়নিষ্ঠা ও সত্যনিষ্ঠার একটি ঘটনা শুনিলে অবাক হইতে হইবে। সুজাপুর গ্রামের অধিবাসী সকলেই মুসলমান। এক ঘরও হিন্দু গ্রামে নাই। আলেফ হোসেন সাহেবের বসত বাড়ীর অনতিদূরে অতি প্রাচীনকাল হইতে এক পীর সাহেবের আস্তানা আছে। পীর সাহেবের আশীর্ব্বাদে অনেকে রোগমুক্ত হয় বলিয়া হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বিশ্বাস। রোগমুক্ত হইয়া অনেকে পীরের স্থানে শিরনি (শিন্নি), ঘি-এর প্রদীপ, মাটির ঘোড়া দিয়া যায়।

যখন ইংরেজ সরকার হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ঐক্য নষ্ট করার জন্য কাঠ-মোল্লা বাহাল করিয়া মসজিদের কাছে বাজনা গান ইত্যাদি লইয়া ঘোর বিবাদের বীজ বপন করিতে লাগিলেন। সুজাপুরে হিন্দু না থাকিলেও কতকগুলি মুসলমান পীরের আস্তানায় একতারা বাজাইয়া গজল গান গাহিত বলিয়া অন্যদল সেই গান বাজনা বন্ধ করিয়া দিবার জন্য জুলুম আরম্ভ করিল। বেচারা পীর কবরের মধ্য হইতে কি করিবেন? সত্যনিষ্ঠ আলেফ হোসেনের স্কন্ধে যেন ভর করিয়া তাঁহার বিবেকের নিকট সাহায্য ভিক্ষা করিলেন। আলেফ হোসেনের স্বজনগণও অনেকে পীরের বিরোধী। আলেফ হোসেন সাহেব পীরের পক্ষ হইতে আদালতে মামলা রুজু করিলেন। পীরের স্থানের নিকটে ছিল কালীকান্ত সরকারের বাগান আর দফরপুরের সারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন সুজাপুরের তহশীলদার। উভয়কে সাক্ষী মানিয়া দিলেন। তাঁহাদের সাক্ষীতে পীর সাহেব পীড়নের দায়ে রক্ষা পাইলেন। তিনি সুনামের সহিত ঋণসালিশী বোর্ডের চেয়ারম্যান ও অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিয়াছেন। তিনি চারি কন্যা, এক পুত্র ও বহু আত্মীয়স্বজন রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহার স্বজনগণের শোকে সমবেদনা জানাইয়া আখেরে তাঁহার আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

সরকারী বিজ্ঞপ্তি

"বহরমপুর পাতিকাবাড়ী ভায়া বেলডাঙ্গা ও আমতলা" এবং "বহরমপুর আমতলা ভায়া বেলডাঙ্গা" এই দুইটি বাসরুটকে বাড়াইয়া রাধা-নগরঘাট পর্য্যন্ত বাস চালু করা স্থির হইয়াছে। এই বাড়ান বাস রুটটি এখন হইতে "বহরমপুর রাধানগরঘাট ভায়া বেলডাঙ্গা, আমতলা ও পাতিকাবাড়ী" এই নামে পরিচিত থাকিবে। চারিটি স্থায়ী ষ্টেজ—এই রুটের জন্য পারমিট দেওয়া হইবে। গোলঘাট পঞ্চগ্রাম রুটটি কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত করিয়া ভায়া খাগড়াঘাট ষ্টেশন নদেপাড়া, পলাশনন্দ এবং নবগ্রাম করিবার স্থির হইয়াছে এবং এই পরিবর্ত্তিত রুটটি হইতে "গোলঘাট পঞ্চগ্রাম ভায়া খাগড়াঘাট ষ্টেশন, নদেপাড়া পলাশনন্দ এবং নবগ্রাম" এই নামে পরিচিত থাকিবে। এই রুটের জন্য কেবলমাত্র একটি স্থায়ী পারমিট দেওয়া হইবে। বহরমপুর হইতে স্বরূপপুর বাসরুটটিকে পিরোজপুর ঘাট পর্য্যন্ত বাড়ান হইবে। এই বাড়ান রুটটি এখন হইতে "বহরমপুর পিরোজপুরঘাট ভায়া দৌলতাবাদ তারাতিপুর ভগীরথপুর এবং স্বরূপপুর" এই নামে পরিচিত হইবে। দুইটি স্থায়ী পারমিট এই রুটের জন্য দেওয়া হইবে। "বহরমপুর ঘুসাবারিঘাট ভায়া দোমকল" এই রুটের জন্য একটি স্থায়ী ষ্টেজ-ক্যারেজের পারমিট দেওয়া হইবে। "পঞ্চগ্রাম লালবাগ ভায়া নবগ্রাম" এই রুটের জন্য একটি স্থায়ী ষ্টেজ ক্যারেজের পারমিট দেওয়া হইবে। "বহরমপুর বামনাবাদ ভায়া লালবাগ, গোয়াস, সুপারিগোলা" এই রুটের জন্য একটি স্থায়ী ষ্টেজ ক্যারেজের পারমিট দেওয়া হইবে। "রাধানগরঘাট জয়পুর ভায়া গোন্দলঘাট ও সেরপুর" এই রুটের জন্যও একটি অতিরিক্ত স্থায়ী ষ্টেজ ক্যারেজের জন্য পারমিট দেওয়া হইবে। উল্লিখিত রুটগুলিতে ষ্টেজ ক্যারেজের স্থায়ী পারমিটের জন্য নির্দ্ধারিত ফর্ম্মে (এই অফিসে পাওয়া যাইবে) দরখাস্ত করিতে হইবে। নিম্নে স্বাক্ষরকারীর নিকট দরখাস্ত দাখিলের শেষ তারিখ ১৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৮। পাবলিক ক্যারিয়ার পারমিট গ্রাণ্টের জন্য দরখাস্ত করিয়াছেন ও পাবলিক ক্যারিয়ার ষ্টেজ ক্যারেজ ও কণ্ট্রাক্ট ক্যারেজের পারমিট নবীকরণ করিবার জন্য দরখাস্ত করিয়াছেন এইরূপ ব্যক্তিদের নামের এক তালিকা আঞ্চলিক পরিবহন কর্ত্তৃপক্ষ মুর্শিদাবাদ ও এই জেলার মহকুমাগুলির অনুরূপ অফিসের নোটিশ বোর্ডে টানান হইয়াছে। এই নোটিশ দিবার ৩০ দিনের মধ্যে এ সংক্রান্ত বিষয়ে কোন বক্তব্য থাকিলে নিম্নে স্বাক্ষরকারীর নিকট দাখিল করা যাইবে। স্বাক্ষর—এম, এন, পাল, সেক্রেটারি, আঞ্চলিক পরিবহন কর্ত্তৃপক্ষ মুর্শিদাবাদ।

ক্রমোন্নতি

সর্বভাবে সর্বক্ষেত্রে

অনেক নতুন কাজে অনেক নতুন লোক নিয়োজিত

	১৯৪৭	১৯৫৭
চাকুরীর সংখ্যা বৃদ্ধি	৬,৬৮,০০০	৭,০০,০০০
কারখানার শ্রমিক	৫৩,০৬১	১,০৪,৪৭৫
শিক্ষক	৯৮,০০০	১,৭০,০০০
সরকারী চাকুরী	৬,৩৮,৮৫০ (১৯৪৯)	১১,৫০,৯৬৬
ছোট আকারের শিল্প এবং কুটীর-শিল্পসমূহ	১৪,৫৭,৯১১	২১,২৫,৪৪১
মোট—		

খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি

চাউল-উৎপাদন বৃদ্ধি

১৯৪৭	গড়পড়তা ৩২ লক্ষ টন
১৯৫২	... ৩৪ লক্ষ টন
১৯৫৭	... ৪৩ লক্ষ টন

তাঁতের কাপড় তৈরী বেড়েই চলেছে

উৎপাদন বৃদ্ধি

১৯৪৭	৬ কোটি গজ
১৯৫৭	১৬ কোটি গজ

পাট ও মেস্তার আবাদ-উৎপাদন যথেষ্ট বেড়েছে

উৎপাদন বৃদ্ধি

বৎসর	একারেজ	উৎপাদন
১৯৪৭-৪৮	২·৬৬ লক্ষ একর	৬·৪৮ লক্ষ গাঁইট
১৯৫৭-৫৮	৯·৬৬ লক্ষ একর	২২·৯৩ লক্ষ গাঁইট

গত দশ বছরে পশ্চিমবঙ্গের ক্রমোন্নতির বৈশিষ্ট্য হ'ল অধিকতর চাল, পাট, মেস্তা ও তাঁতের কাপড়ের উৎপাদন এবং অধিক সংখ্যক লোকের নানা কাজে নিয়োগ।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম : "আর্টইউনিয়ন" টেলিফোন : বড়বাজার ৪১১

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের

যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি

ও

ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটী, ব্যাঙ্কের

যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১৷৷০ টাকা ও মাশুলাদি ১৶০ এক টাকা তিন আনা।

সোল এজেণ্ট :—**ডাঃ ডি, ডি, হাজরা**

ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

অরবিন্দ এণ্ড সন্স

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

ঘড়ি, টর্চ, ফাউণ্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্, সাইকেলের পার্টস্ এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।

এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, সাইকেল, ফটো-ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত